রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৪, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
নিম্নতম মজুরী বোর্ড

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৭ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০১ আগস্ট, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪০.০৪.০০০০.০০২.৩৬.০০৩.২২.১৩৯—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ১৩৯ (১) ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ১২৮ (১) বিধি মোতাবেক নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ''বিড়ি'' শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত সকল শ্রেণির শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মজুরি হারের খসড়া সুপারিশ, ২০২২ জনসাধারণের/সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো যাইতেছে।

অত্র বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত ''বিড়ি'' শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত সকল শ্রেণির শ্রমিকগণের নিম্নতম মজুরি হারের খসড়া সুপারিশের উপর যদি কাহারও কোনো আপত্তি বা সুপারিশ থাকে তাহা হইলে এই গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উক্ত আপত্তি বা সুপারিশ উপাত্তসহ লিখিতভাবে চেয়ারম্যান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ২২/১ তোপখানা রোড, বাশিকপ ভবন (৬ষ্ঠ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা -১০০০ বরাবর পাঠাইতে হইবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে প্রদত্ত আপত্তি বা সুপারিশ বিবেচনার পর বোর্ড সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবেন।

মো: শাহেনুর
চেয়ারম্যান (সিনিয়র জেলা জজ)
নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ঢাকা।

মূল্য : টাকা ৮.০০

"বিড়ি" শিল্প
খসড়া সুপারিশ-২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩-০৩-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন মূলে (এস. আর. ও নম্বর ৫১-আইন/২০২২ তারিখ: ১৫-০৩-২০২২) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে "বিড়ি" শিল্প সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য মালিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য নিয়োগ করা হয়। অতঃপর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর স্মারক নম্বর ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০৫৮.১৭.৪১ তারিখ: ০৪-০৪-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ মূলে আইন ও বিধি মোতাবেক "বিড়ি" শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিকগণের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ডের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানানো হয়।

অতঃপর নিম্নতম মজুরী বোর্ড "বিড়ি" শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত সকল শ্রেণির শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মজুরি হারের সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিম্নতম মজুরী বোর্ডের একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিমিটেড, কাশিয়াডাঙ্গা, যশোর ও আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিমিটেড, নাভারণ, যশোর এ উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিকনেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা করে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেন। বোর্ডের সভায় সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য ও শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য কর্তৃক দাখিলকৃত মজুরি প্রস্তাবসহ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১৪১ ধারা মোতাবেক শ্রমিকগণের জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরন, ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ, দেশের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক অবস্থা বিবেচনাপূর্বক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৩৯ মোতাবেক "বিড়ি" শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত সকল শ্রেণির শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণের বিষয়ে নিম্নতম মজুরী বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট নিম্নলিখিতভাবে খসড়া সুপারিশ পেশ করিল:

১। এই সুপারিশে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি হার বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার "বিড়ি" শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। এই সুপারিশে উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোনো পদ সংশ্লিষ্ট শিল্পে পূর্ব হইতে বিদ্যমান অথবা পরবর্তীতে সংযোজিত হইলে উহা যথাযথ শ্রেণিতে/গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৩। উক্ত শিল্প সেক্টরের তপশিলে উল্লিখিত শ্রমিক বর্তমানে যে গ্রেডে কর্মরত আছেন সেই গ্রেডেই তাহাকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া এই মজুরি কাঠামোর সহিত সমন্বয়পূর্বক তাহার মজুরি নির্ধারণ করিতে হইবে। কোনো শ্রমিককে নিম্ন গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

৪। এই সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারির পর হইতে উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিকগণ তপশিলে উল্লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিককে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরি রেজিস্টারভুক্তকরত মজুরি স্লিপ প্রদান করিবেন।

৫। তপশিল "ক" এ উল্লিখিত মজুরি ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) নিম্নতম মজুরি হিসাবে গণ্য হইবে ও তপশিল "খ" এ উল্লিখিত মজুরি মাসিক নিম্নতম মজুরি হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি প্রদান করা যাইবে না। এছাড়া উক্ত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা অধিকহারে মজুরি প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা হ্রাস করা যাইবে না।

৬। নিয়োগকর্তা বা মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে স্ব-উদ্যোগে বা এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিক অথবা শ্রমিকগণকে অধিক হারে মজুরি প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে উক্ত শ্রমিকও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬৫) অনুযায়ী ''শ্রমিক'' বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিকের ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়দায়িত্ব মালিকপক্ষের উপর বর্তাইবে। ঠিকাদার নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সুপারিশের আলোকে সরকার কর্তৃক শ্রমিকের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কোনোক্রমেই কম মজুরি প্রদান করিতে পারিবেন না।

৮। শর্ত (৭) এ উল্লিখিত নিয়োগকারী ঠিকাদার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ধারা ১৫০ এবং ধারা ১৬১ এর বিধান মোতাবেক মালিকের ন্যায় একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিক যদি শ্রমিককে ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) মজুরি প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তপশিলে উল্লিখিত হারে ও উপরি-উক্ত শর্তাধীনে মজুরির হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি প্রাপ্ত না হন।

১০। তপশিলে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি ও বিভিন্ন ভাতাদি ছাড়াও শ্রমিক কর্মরত প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যে সকল অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা পাইয়া থাকেন তাহা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক বলবৎ ও অব্যাহত থাকিবে।

১১। এই সুপারিশে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরি সমন্বয় করিয়া ০১(এক) বৎসর কর্মরত থাকার পর শ্রমিকগণের ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) মজুরি/মূল মজুরির ৫% হারে বাৎসরিক ভিত্তিতে মজুরি বৃদ্ধি পাইবে। পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) মজুরি/মূল মজুরির ৫% হারে বৃদ্ধি পাইবে।

ব্যাখ্যা: যদি একজন শ্রমিকের ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) মজুরি ৪৪.০০ (চুয়াল্লিশ) টাকা হয়; তবে এক বৎসর কর্মরত থাকার পর তাহার বাৎসরিক মজুরি বৃদ্ধি পাইয়া ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) মজুরি ৪৬.২০ (ছেচল্লিশ টাকা বিশ পয়সা) টাকা নির্ধারিত হইবে। পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় ৫% হারে বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ ফুরন ভিত্তিক (Piece rate) মজুরি ৪৬.২০ (ছেচল্লিশ টাকা বিশ পয়সা) টাকার ৫% বৃদ্ধি পাইয়া ৪৮.৫১ (আটচল্লিশ টাকা একান্ন পয়সা) টাকা নির্ধারিত হইবে।

১২। উক্ত শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি অনুযায়ী ভাতাদি এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

১৩। এই সুপারিশের কোনো অংশ প্রচলিত বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে সেই অংশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাক্ষরিত
মো: শাহেনুর
চেয়ারম্যান (সিনিয়র জেলা জজ)
নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন
নিরপেক্ষ সদস্য

স্বাক্ষরিত
মকসুদ বেলাল সিদ্দিকী
মালিকগণের
প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য

স্বাক্ষরিত
সুলতান আহম্মদ
শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য

স্বাক্ষরিত
শেখ মহিউদ্দীন
সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকগণের
প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য

স্বাক্ষরিত
মাহমুদ খাঁন বাঙ্গালী
সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের
প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য

তপশিল "ক"

শ্রমিকগণের নিম্নতম মজুরি হার

ক্রমিক নম্বর	শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	মজুরি	
		লেবেল প্যাকিংসহ সাধারণ বিড়ি তৈরির জন্য	লেবেল প্যাকিংসহ ফিল্টারযুক্ত বিড়ি তৈরির জন্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	১। বিড়ি তৈরির শ্রমিক	প্রতি হাজারে ৪৪.০০ (চুয়াল্লিশ) টাকা	প্রতি হাজারে ৮৮.০০ (আটাশি) টাকা
	২। ঠোঙ্গা তৈরির শ্রমিক		
	৩। তামাক ভাঙ্গাই শ্রমিক (হাতে)		
	৪। তামাক ভাঙ্গাই শ্রমিক (মেশিনে)		
	৫। তামাক চিরাই শ্রমিক (হাতে)		
	৬। ডাটা চালানী শ্রমিক (হাতে)		
	৭। মিকচার শ্রমিক (বিড়ির জন্য)		
	৮। চালানী প্যাকিং শ্রমিক		

তপশিল "খ"

কর্মচারীগণের নিম্নতম মজুরি হার

ক্রমিক নম্বর	শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	মাসিক মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৫০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	**গ্রেড- ১:** ১। স্টোর কিপার ২। হিসাব সহকারী	৬২৪০/-	৩১২০/-	১০০০/-	১০৩৬০/-
২।	**গ্রেড- ২:** ১। স্টোর সহকারী ২। ক্যাশিয়ার ৩। সেলসম্যান ৪। চেকার ৫। টাইপিস্ট ৬। টেলিফোন অপারেটর ৭। সীট লেখক ৮। কাগজ বিতরণকারী ৯। ড্রাইভার	৪৯৫০/-	২৪৭৫/-	১০০০/-	৮৪২৫/-
৩।	**গ্রেড- ৩:** ১। পিয়ন ২। দারোয়ান ৩। মালি ৪। সুইপার ৫। তামাক মাপক ৬। পেপার কাটার ৭। প্রচারক	৩৮৪০/-	১৯২০/-	১০০০/-	৬৭৬০/-

ক্রমিক নম্বর	শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	মাসিক মূল মজুরি (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরির ৫০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরি (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪।	**শিক্ষানবিশ**	ক) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ শ্রমিক মাসিক সর্বসাকুল্যে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রাপ্ত হইবেন। (খ) শিক্ষানবিশিকাল ০৬(ছয়) মাস। (গ) শিক্ষানবিশিকাল সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ শ্রমিক সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন।			

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd